দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ০৪ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ২২ রবিঃ সানিঃ ১৪৪৮ ॥ ১৯ আশ্বিন ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ১২০ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরা ও পড়তে।

সূরা আল ইমরান ৭৯

অনিশ্চয়তাই বৈশ্বিক অর্থনীতির নতুন স্বাভাবিক অবস্থা: অর্থমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তাই এখন নতুন স্বাভাবিক অবস্থা বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির ২ এর পাতায় দেখুন

আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াতে চাই না: তথ্যমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন, আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াতে চাই না। আমরা চাই চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি ছেড়ে জামায়াতে যোগদানের ক্ষোভে আখতারুজ্জামানকে গ্রেফতার: পরওয়ার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিএনপি ছেড়ে জামায়াতে যোগদানের ক্ষোভে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ২ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবাদকারীকে নয়, অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর হোন : ইসলামী আন্দোলন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের হয়রানি না করে অপরাধ ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ২ এর পাতায় দেখুন

সারাদেশে কঠোর নজরদারির মধ্যেও বরিশালে সক্রিয় কিশোর গ্যাং

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল নগরীতে কিশোর গ্যাং-এর তৎপরতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বর্তমানে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বড় একটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বরিশাল মহানগরী ও এর আশেপাশে ৫০টির বেশি কিশোর গ্যাং গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। নগরীর বেলস পার্ক, সাগরদী, বেলতলা, পলাশপুর, কাউনিয়া, কাশিপুর, রূপাতলী এবং নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন পয়েন্টে এদের আনাগোনা ও সশস্ত্র শোডাউন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

এসব গ্রুপের সদস্যদের বড় একটি অংশ উঠতি বয়সি তরুণ। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত দামি ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল নিয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক, পাড়া-মহল্লা ও নদীতীরবর্তী এলাকায় তাদের ঘোরাফেরা ও মহড়া দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুধু আড্ডা বা মোটরসাইকেল প্রদর্শন নয়, এসব গ্যাংয়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে মাদক, ছিনতাই, মারামারি ও ইভ টিজিংসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেন্দ্রিক যোগাযোগের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা একত্রিত হন। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিজেদের গ্রুপ ব্যবহার করে সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও দলবদ্ধ হওয়ার কাজ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতার আরেকটি দিক নিয়েও উদ্বিগ্ন নগরবাসী। অভিযোগ রয়েছে, অনেক গ্যাং সদস্য নিজেদের দাপট দেখাতে মোটরসাইকেল, অস্ত্র ও দলবদ্ধ চলাচলের ছবি-ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। এতে অন্য কিশোরদের মধ্যেও অপরাধপ্রবণতা ও গ্যাং সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন সচেতন নাগরিকেরা। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) বরিশাল জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রনজিৎ দত্ত বলেন, প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন ও মহড়া ২ এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প ছিলো না: দীনেশ ত্রিবেদী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া ভারতের হাতে কোনো বিকল্প ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা যখন ভারত যান তিনি তখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া ভারতের কাছে তেমন কোনো বিকল্প ছিল না।' শনিবার (৩ অক্টোবর) রাজধানীতে পঞ্চম বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনে এক সেশনে প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় হাইকমিশনার এ কথা বলেন। শেখ হাসিনাকে প্রত্যার্পণ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, 'এটা বলতে গেলে আমাদের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ভারত সরকার তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের মাধ্যমে বারবার এর উত্তর দিয়েছে যে, এর একটি নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আইনি বৈধতা ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করছেন বরিশাল সদর আসনের সংসদ সদস্য মজিবর রহমান সরোয়ার -কীর্তনখোলা

বাস ভাড়া নিয়ে বিরোধের জের ধরে

গৌরনদীতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২০

গৌরনদী প্রতিনিধি

বরিশালের প্রবেশদ্বার গৌরনদী উপজেলার ভুরঘাটা বাস টার্মিনালে বাসভাড়া নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের সময় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। শুক্রবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। বরিশালের গৌরনদী ও মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানা-পুলিশ প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে রাত ১০টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পরে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে ডেঙ্গুতে মৃত্যু বেড়ে ১৯, আক্রান্ত ১২ হাজারের বেশি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত সমির (৫৮) নামের ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সমির ঝলকাঠি জেলার রাজাপুর সদরের বাসিন্দা। গত ১৮ সেপ্টেম্বর শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শুক্রবার দিবাগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ নিয়ে চলতি বছরের গত জানুয়ারি থেকে ৩ অক্টোবর সকাল ৮টা পর্যন্ত বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময় আক্রান্ত হয়ে সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিয়েছেন মোট ১২ হাজার ২৫৭ জন। এরমধ্যে ২ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে ৩ অক্টোবর সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২১৯ জন নতুন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ২ এর পাতায় দেখুন

৫৩তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ -কীর্তনখোলা

বরিশাল অঞ্চলজুড়ে রান্নার গ্যাসের অগ্নিমূল্যে হতাশ ও ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল অঞ্চলজুড়ে এলপি গ্যাসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। বরিশাল মহানগরীর কোনো এলপিজি স্টেশনে যানবাহনের অটোগ্যাস সরবরাহ নেই গত প্রায় ১৫ দিন ধরে। পুরো অঞ্চলজুড়েই প্রতিদিনই কমছে এ তরল গ্যাসের সরবরাহ। ইতোমধ্যে সাড়ে ১২ কেজির এ রান্নার গ্যাসের দাম ১৯ শত টাকা ছুঁয়েছে। অথচ দুমাস আগেও সাড়ে ১২ কেজির একটি সিলিন্ডারের দাম ছিল ১,৪৫০ টাকা। একই সাথে বোতলজাত এলপি গ্যাসের সরবরাহও ক্রমে তলানিতে ঠেকছে বলে জানিয়েছেন ডিলারগণ। একই সাথে বিভিন্ন ফিলিং ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামাদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সাঈদ রেশাদ

বরিশালে আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩ অক্টোবর ২০২৬) বেলা ১১টায় নগরীর বিএনপি দলীয় কার্যালয়ের সম্মুখে বরিশাল মহানগর ও জেলা দক্ষিণ ওলামা দলের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দল বরিশাল মহানগর শাখার আহ্বায়ক প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব মাও. আব্দুর রব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বরিশাল-৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে পিকআপভ্যানে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে পিকআপভ্যানের গোপন চেম্বার থেকে ৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বরিশালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এ ঘটনায় রাহুল হাওলাদার (২২) নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযানের সময় পালিয়ে গেছে আরও দুইজন। শনিবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বরিশালের বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানান উপ-পরিচালক মো. তানভীর হোসেন খান। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার (২ অক্টোবর) দিবাগত রাত বারোটা থেকে ১টা পর্যন্ত বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি দল নগরীর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রসুলপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে একটি নীল-হলুদ রঙের পিকআপ ভ্যানের কাছে থাকা ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক থেকে পাঠক, সকলের মুক্ত মত......

হ্যালো ৯৯৯

বরিশাল নগরীর বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টের পরিবেশ নোংরা

বরিশাল নগরীতে যেখানে সেখানে গড়ে উঠেছে একেরপর এক রেস্টুরেন্ট। এসব রেস্টুরেন্টে দূর দুরান্ত থেকে বিভিন্ন কাজে আসা মানুষেরা খাওয়া দাওয়া করে। সেই সাথে শিক্ষার্থী, চাকরিজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষও হোটেলের ওপর নির্ভরশীল করে। কিন্তু দেখা গেছে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টের সামনে ম্যানহোল, ড্রেন কিংবা ময়লার স্তূপ।

বিশেষ করে নগরীর নতুন বাজারে গড়ে ওঠা রেস্টুরেন্টগুলোর প্রত্যেকটার সামনেই একই অবস্থা। এ ব্যাপারে রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষও মনে হয় না খুব একটা সচেতন। এসব নোংরা, ময়লা, ড্রেনের দুর্গন্ধ সহ্য করে খাবার খাওয়ার ব্যাপারটা খুবই অস্বাস্থ্যকর। এ ব্যাপারে রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে খাবারের মান ও পরিবেশ নিয়মিত তদারকি করার ব্যাপারেও নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আফনান নিশাদ
শিক্ষার্থী, বিএম কলেজ

'বঙ্গোপসাগরকে সামরিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে চায় বাংলাদেশ'

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ন ম মুনীরুজ্জামান বলেছেন, বঙ্গোপসাগরকে যে কোনো বাহ্যিক সামরিক হস্তক্ষেপমুক্ত একটি নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে রাখতে চায় বাংলাদেশ। শনিবার (৩ অক্টোবর) রাজধানীতে পঞ্চম বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনের একটি সেশনে করা প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। চীন ও ভারতের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে বাংলাদেশ কী ভূমিকা রাখতে পারে প্রশ্ন রাখা হয় মুনীরুজ্জামানের কাছে। জবাবে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়া এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ ২ এর পাতায় দেখুন

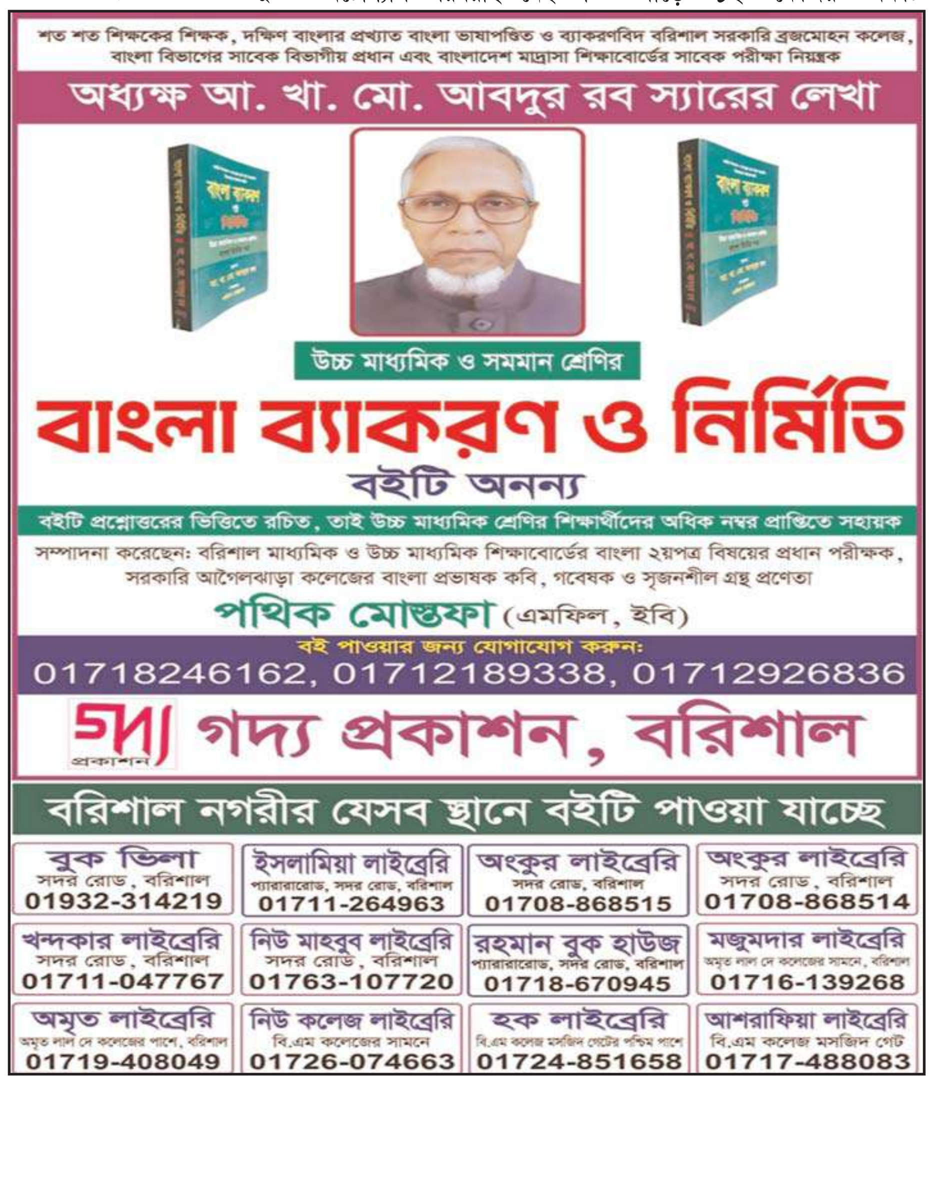

কলেজ শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ

দশমিনা প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দশমিনায় রবিউল গাজী (১৮) নামে এক কলেজশিক্ষার্থীকে রাতে মুঠোফোনে বাসায় ডেকে নিয়ে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে ভর্তি করা হয় তাকে। শুক্রবার (২ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের চাঁদপুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত রবিউল গাজী দশমিনা এ আর টি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী। তিনি চাঁদপুরা গ্রামের মিলন গাজীর ছেলে। স্থানীয় সূত্র ও রবিউলের পরিবারের অভিযোগ, চাঁদপুরা গ্রামের সিমা বেগমের মেয়ে সুমাইয়ার সঙ্গে রবিউলের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কের জের ধরে সুমাইয়ার মাধ্যমে ফোন করে রবিউলকে রাতে তাদের বাড়িতে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। প্রতিবেশী রাকিবুল ইসলাম রাকিব জানান, রাত ১২টার দিকে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর তিনি ঘুম থেকে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলাঃ** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলাঃ** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলাঃ** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলাঃ** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলাঃ** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর কঠোর বার্তা

ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা অন্যায় করে পার পেয়ে যান–দেশের মানুষ বহুকাল থেকে এমনটিই দেখে আসছে। ঠিক এই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। মিরপুরে রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টারে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টিকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার তাঁর সেই নির্দেশ কার্যকরও হয়েছে। জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন মিষ্টি। দলীয় এমপির বিরুদ্ধে এমন কঠোর অবস্থান দলের সর্বস্তরের নেতাদের জন্যও বিশেষ বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে, যা একটি রাজনৈতিক দলে শৃঙ্খলা ফেরাতে অপরিহার্য। রাড্ডা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলার ঘটনা ঘটে ২৪ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। জাতিসংঘে বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের কথা তুলে ধরেন। অথচ সেখান থেকে ফিরে এসেই তাঁকে রাড্ডাকাণ্ডে বিএনপি নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগের কথা শুনতে হয়। খবরে বলা হয়, শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেই প্রধানমন্ত্রী রাড্ডা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলাসহ অন্যান্য ঘটনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশ দেন। রাড্ডার ঘটনায় কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গেও কথা বলেন। এমন প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জানান, ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টিকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ ঘটনায় সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে জামায়াত থেকে বহিষ্কারের ঘটনাও আলোচনায় এসেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়ম আক্তারের আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলায় জামায়াত গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করলেও পদত্যাগের নির্দেশ দেয়নি। এতে তাঁর সংসদ সদস্য পদও শূন্য হয়নি। এ প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, 'জামায়াত না পারলেও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পেরেছেন। এখানে মেসেজ একদম ক্লিয়ার।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বলছেন, দলীয় কোনো এমপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর এত দ্রুত পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়ার ঘটনা অতীতে বিরল। রাড্ডাকাণ্ডে মিষ্টি ছাড়াও বিএনপির আরো কয়েকজন নেতাকর্মীর নাম এসেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকের রাজনৈতিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, মিষ্টির ঘনিষ্ঠ হিসেবে অনেকেই এলাকায় নানা অপকর্মে জড়িত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলেই আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ওয়াকিফহাল মহল মনে করেন, রাড্ডাকাণ্ডে কঠোরতা দেখানোর পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে আরো জোরালো ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি দেখা গেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অস্বস্তি পুরোপুরি কাটেনি। বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসছে। কাজেই রাজনৈতিক পরিচয় যেন কোনো অপকর্মের ঢাল না হয়, তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবাদকারীকে নয়, অন্যায়-অনিয়মের

কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। শনিবার (৩ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে দলের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এ আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক অন্তত দুটি অপরাধ ও অনিয়মের ঘটনায় সরকার প্রতিবাদকারীদের ওপর খড়্গহস্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে অপরাধ ও অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত প্রতিবাদকে স্বাগত জানানো। ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, রাজধানীতে কনটেন্ট নির্মাতা সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার পর তিনি তাৎক্ষণিক যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটিকেই মুখ্য করে তোলা হয়েছে। পরে তার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সালমান মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাব ও লেনদেনের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলোতে চিঠি পাঠায়। অন্যদিকে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লাগেজ ও ট্রলি সংকটকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের ভোগান্তির ঘটনায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় করা মামলায় ৩ অক্টোবর আদালত তার এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, দীর্ঘ ভ্রমণের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়রানির শিকার যাত্রীর প্রতিবাদে মার্জিত হতে পারলে ভালো। তবে কারও আচরণ অমার্জিত হলে তার আইনগত দায় থাকতে পারে। কিন্তু এর কারণে গ্রেপ্তারের ঘটনা রাষ্ট্রের নিপীড়ক চেহারাকে সামনে নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, অপরাধ ও অন্যায়ের প্রতিবাদকারীকে হেনস্তা করা হলে অপরাধ ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এতে অপরাধী ও অন্যায়কারীরা সাহস পায় এবং রাষ্ট্র অত্যাচারী হয়ে ওঠার পথ তৈরি হয়। এটা হতে দেওয়া যাবে না। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রতিবাদকারীদের ওপর খড়্গহস্ত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে এ মানসিকতা থেকে সরে আসার আহ্বান জানায়।

বিএনপি ছেড়ে জামায়াতে

অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। শনিবার রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গোলাম পরওয়ার এসব কথা বলেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'একজন প্রবীণ নাগরিক, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সংসদ সদস্য হিসেবে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও অদক্ষতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। প্রয়োজনে অপদার্থ, ব্যর্থ, অদক্ষ কর্মকর্তাদের শাসাতে পারেন। কিন্তু সরকার বিমানবন্দরের ওই ঘটনাকে ইস্যু করে আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে মূলত রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।' গোলাম পরওয়ার বলেন, খালেদা জিয়ার ঘোষিত কর্মসূচিতে বিএনপির নেতারা লুকিয়ে থাকলেও জামায়াত-শিবির রাজপথে জীবন দিয়েছিল। রাজপথের কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাদের পাওয়া যেত না। অনেকে মোবাইল পর্যন্ত বন্ধ রাখত। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে গোলাম পরওয়ার বলেন, যাদের সঙ্গে আপনার মা জোট করেছিলেন, যাদের সমর্থনে আপনার মা সরকার গঠন করেছিলেন, তাদেরকে গুপ্ত আর স্বাধীনতাবিরোধী বলে নিজেই মায়ের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতের নয় বরং সরকারের তলে-তলে যোগাযোগ ও সখ্যতা রয়েছে বলেই আওয়ামী লীগ রাজপথে মিছিলের সুযোগ পাচ্ছে–বলেন জামায়াতের সেক্রেটারি। সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, জামায়াতকে নিয়ে অপরাজনীতি করতে গিয়ে এরশাদের দলিল সমাধি হয়েছে, আওয়ামী লীগকে দিল্লি গিয়ে পালাতে হয়েছে। নতুন করে আবার কেউ অপরাজনীতির চেষ্টা করলে তাদের পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ। তিনি আরও বলেন, মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে সরকার মূলত বার্তা দিতে চাচ্ছে সরকারের দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না। সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ, সহকারী সেক্রেটারি কামাল হোসেন, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি রেজাউল করিমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। সমাবেশে শেষে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি পল্টন মোড়-প্রেসক্লাব হয়ে মৎস্য ভবন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

আমরা কোনো যুদ্ধে

পরাশক্তিগুলো আমাদের উন্নতি ও স্থিতিশীলতার জন্য সহযোগিতা করুক। শনিবার (৩ অক্টোবর) রাজধানীতে পঞ্চম বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনে আয়োজিত এক সেশনে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধ, নিরাপত্তা ইস্যু, ভূখণ্ড দখল বা শোষণের বিষয়ে আগ্রহী নয়। দেশের উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই বাংলাদেশের প্রধান অগ্রাধিকার। কারণ বর্তমান বৈশ্বিক সংকট শুধু চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা সবাই এখন বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও জ্বালানি নিরাপত্তার ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সমস্যাটি সহজে শেষ হওয়ার নয়। এর মূল বিষয় হলো একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা এবং আমি চাই না তুমি ধনী হও এমন একটি মানসিকতা। আন্দালিব রহমান পার্থ ব?লেন, ১৯৮০ বা ১৯৯০-এর দশকে ভারত ও চীন প্রায় একই অবস্থানে ছিল। কিন্তু চীন কৃষি খাত থেকে উৎপাদনমুখী শিল্পে মনোযোগ দেয়, আর ভারত কৃষি থেকে সেবা খাতে চলে যায়। এর ফলে চীন অনেক বেশি এগিয়ে যায় এবং ভারত প্রতিযোগিতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের একটি অংশ এবং আমরা স্থিতিশীলতা চাই, কারণ আমরা উন্নতি করতে চাই। আমেরিকা ও চীনের মতো দেশগুলো হয়তো ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সামলাতে পারবে, কারণ তারা উৎপাদনের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। কিন্তু আমরা ভোক্তা পর্যায়ে আছি। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা হলো- খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা। যুদ্ধ বা অস্থিতিশীলতায় জড়ানোর মতো সময় আমাদের নেই। দিন শেষে আমরাই এসবের ভুক্তভোগী। যুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক নেই, সেই যুদ্ধের প্রভাবেও দেশকে বেশি দামে জ্বালানি কিনতে হচ্ছে।

অনিশ্চয়তাই বৈশ্বিক অর্থনীতির

খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, বিশ্বব্যাপী মন্থর প্রবৃদ্ধি, ঋণের উচ্চ ব্যয় এবং বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদের মতো চ্যালেঞ্জের সময়ে সঠিক ও তথ্যনির্ভর নীতি নির্ধারণই অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার মূল চাবিকাঠি। শনিবার (৩ অক্টোবর) ঢাকার ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ইউআইইউ) জাতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিযোগিতা 'ইকনথন ২০২৬'-এর গ্র্যান্ড ফাইনালের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইউআইইউর ইকোনমিক্স বিভাগের সহযোগিতায় এবং জুনিয়র ইকোনমিস্টস ফোরামের (জেইএফ) উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত সমাধান এবং তথ্যের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সময় সীমিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২২৪টি দল 'ইকনথন ২০২৬'-এ নিবন্ধন করেছে। কুইজ, কেস সলভিং এবং পলিসি মেকিংয়ের মতো কঠিন ধাপ পেরিয়ে যারা চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছে, তাদের প্রশংসা করেন তিনি। বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, জ্বালানির দাম, বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ তৈরি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন প্রয়োজন। তিনি বলেন, জনগণের করের প্রতিটি টাকার স্বচ্ছতা ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অর্থমন্ত্রী বলেন, দক্ষতা ছাড়া কোনো জাতি এগোতে পারে না। তবে সততা ও মানবিকতা ছাড়া সেই দক্ষতা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। তিনি বলেন, অর্থনীতি শুধু পরীক্ষায় পাস করার বিষয় নয়। অর্থনীতিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং দেশের সেবায় নীতি ও সততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও ইউনাইটেড গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা হাসান মাহমুদ রাজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও ইউনাইটেড গ্রুপের উপদেষ্টা কে. এম. এ. শামীম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউআইইউর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল কাশেম মিয়া। সমাপনী পর্বে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী দলগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

কলেজ শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে

উঠে মুরগির খামারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় পাশের বাড়ি থেকে 'বাঁচাও, বাঁচাও' চিৎকার শুনতে পান। পরে টর্চলাইট নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সিমা বেগমের বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে একজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান বলে দাবি করেন তিনি। রাকিবের ভাষ্য, বিষয়টি দেখে ফেলায় ওই বাড়ির এক ব্যক্তি তাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেন। পরে কী হয়েছে জানতে চাইলে তারা কিছু হয়নি বলে জানান। আরেক প্রতিবেশী মেহেরুন বেগম বলেন, রাত আনুমানিক ১টার দিকে রবিউল রক্তাক্ত অবস্থায় তার বাড়িতে এসে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তার হাতে প্রচুর রক্ত দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। রক্তপাত বন্ধ না হওয়ায় তাৎক্ষণিক স্থানীয় বাসিন্দা ও ইউপি সদস্যকে খবর দেন তিনি। স্থানীয় ইউপি সদস্য ফখরুল ইসলাম বলেন, রাতে মুঠোফোনে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে রবিউলকে চিকিৎসার জন্য গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরে স্থানীয়দের নিয়ে সিমা বেগমের বাড়িতে গেলে প্রথমে তাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় বলে দাবি করেন তিনি। ইউপি সদস্যের দাবি, একপর্যায়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে সিঁড়ির নিচে, মেঝে ও পেছনের দরজার কাছে রক্তের দাগ দেখতে পান তারা। রক্তের দাগের বিষয়ে জানতে চাইলে সিমা বেগম তাদের জানান, সেখানে রাজহাঁস জবাই করা হয়েছিল। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিমা বেগম। তার দাবি, সন্ধ্যার দিকে বাড়ির আশপাশে কয়েকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখে চুরির আশঙ্কা হয়েছিল। গভীর রাতে আত্মরক্ষার জন্য জানালার ফাঁক দিয়ে দা দিয়ে কোপ দিয়েছেন তিনি। রবিউলের সঙ্গে তার মেয়ের প্রেমের সম্পর্কের অভিযোগও অস্বীকার করে সিমা বেগম বলেন, এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়টি আমি অবগত। তবে এ বিষয়ে এখনো লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বঙ্গোপসাগরকে সামরিক হস্তক্ষেপমুক্ত

এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। ভারত ও চীন উভয়কে বাংলাদেশের কাছে অনেক কিছু দেওয়ার আছে। সামুদ্রিক স্থিতিশীলতার প্রসঙ্গ টেনে সাবেক এই মেজর জেনারেল বলেন, বঙ্গোপসাগরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার। বঙ্গোপসাগর কেবল এই অঞ্চলের জন্যই নয়, বরং ভারত মহাসাগরের জন্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত মহাসাগর ও ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলগত পরিকল্পনায় এই বিশাল উপসাগরটির ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত সংবেদনশীল। বাংলাদেশ এখানে সামুদ্রিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে, যা ভারত ও চীন উভয়ের জন্যই অপরিহার্য। তিনি বলেন, আমরা বঙ্গোপসাগরকে যে কোনো বাহ্যিক সামরিক হস্তক্ষেপমুক্ত একটি নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে রাখতে চাই। আঞ্চলিক সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু উদাহরণ দিয়ে মুনীরুজ্জামান বলেন, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী সেতু হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ভূ-কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে। বাংলাদেশ যদি চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত একটি স্থলপথ বা করিডোর তৈরি করে, তবে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও সংযোগের মাধ্যমে ভারত ও চীন উভয় ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তার প্রসঙ্গও তোলেন সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এই সংকট এবং এর ফলে সৃষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় আমরা বর্তমানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশের ভূমিকা ভারত ও চীন উভয়ের জন্য উপকারী।

বরিশালে ডেঙ্গুতে মৃত্যু

বিভাগের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে পিরোজপুরে সর্বোচ্চ ৭৩ জন। এছাড়া বরগুনায় ২৯, ঝালকাঠিতে ১৯ জন, বরিশালে ১৫, পটুয়াখালীতে ২৫ এবং ভোলায় ১৩ জন রয়েছে। এছাড়া বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৫ জন। বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক জানান, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে ১২ হাজার ২৫৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করা রোগীদের সংখ্যা হিসাব করলে বিভাগে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণের কাছাকাছি হতে পারে। তিনি জানান, সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ১১ হাজার ৫৪৩ জন চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। বর্তমানে ৬৯৫ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পেতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

বরিশাল অঞ্চলজুড়ে রান্নার গ্যাসের

স্টেশনগুলোতেও এলপি গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সাথে সরবরাহও মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। ফলে থ্রি-হুইলারসহ বিভিন্ন যানবাহন গ্যাস সংকটে বিপাকে পড়ছে। প্রতিদিনই বরিশাল মহানগরীসহ এ অঞ্চলের ফিলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাসের জন্য লম্বা লাইন চোখে পড়ছে। পাশাপাশি ইতোমধ্যে বসুন্ধরা ও ওরিয়নসহ ৮টি গ্যাস বিপণন প্রতিষ্ঠান বরিশালে বাজারজাত বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। স্থানীয় একাধিক খুচরা বিক্রেতার অভিযোগ, কোম্পানিতে আগাম টাকা দিয়েও সাড়ে ১২ কেজির গ্যাস সিলিন্ডার পেতে যেখানে সাড়ে ১৬ শত টাকা গুনতে হচ্ছে, সেখানে পরিবহন মাসুলসহ সব খরচের পরে ১৮ শত টাকার নিচে বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু প্রশাসন থেকে বিষয়টি উপলব্ধি করে গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় না করে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। ফলে এক পর্যায়ে তাদের পক্ষে গ্যাস বিক্রি বন্ধ করে দিতেও হতে পারে বলে জানিয়েছেন একাধিক ব্যবসায়ী। অপরদিকে সাধারণ ভোক্তাদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকার কিছু কর অবকাশ দিয়ে হলেও এলপি গ্যাসের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশাসনের ন্যূনতম কোনো মাথাব্যথা নেই বলে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। বেশিরভাগ পরিবারই রান্নার গ্যাসের অগ্নিমূল্য নিয়ে চরম হতাশার সাথে ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী

জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবুল কালাম শাহীন ও বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব নুরুল আমীন। সভা সঞ্চালনা করেন ওলামাদল নেতা ক্বারী আব্দুর রহমান তালুকদার। সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত ধরে গঠিত ওলামা দল দেশে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দেশের শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় মহানগর ও জেলা ওলামা দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া

জড়িত ও এটি বেশ সুগঠিত।' তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে বলতে গেলে প্রক্রিয়াটি চলছে এবং এটি আদালতের সঙ্গে জড়িত। তাই কেউ আপনাকে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা দিতে পারবে না।' দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে শেখ হাসিনাকে আমাদের বিমানবাহিনী বা সেনাবাহিনী ভারতে নিয়ে যায়নি। সেসময় বাংলাদেশের মর্মান্তিক পরিস্থিতির কারণেই এমনটা হয়েছিল এবং আমরা আশা করি, প্রার্থনা করি যে, এমনটা যেন আর কখনো না ঘটে, যেখানে নির্দোষ মানুষ নিহত হয়। সেটা পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন। তিনি বলেন, 'সামরিক বিমানটি ভারতে এসেছিল, যার জন্য ভারত প্রস্তুত ছিল না। আমি টেলিভিশনে দেখছিলাম এবং স্ক্রলে লেখা আসছিল যে তিনি অন্য কোথাও, অন্য কোনো দেশে যাচ্ছেন। তাই সেই সময়ে, শেখ হাসিনা তখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে তেমন কোনো বিকল্প ছিল না। প্রতিবেশী হিসেবে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া আমাদের দায়িত্ব ছিল।' ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, 'অনেক সময় পরিস্থিতি এমন হয় যেখানে আপনি এর জন্য প্রস্তুত থাকেন না। আমাদের কাছে আর কী বিকল্প ছিল? আমরা যদি বলতাম যে, না আমরা তাকে গ্রহণ করব না, আমরা ল্যান্ডিংয়ের অনুমতি দেব না, তবে পরিস্থিতি যে কী দাঁড়াতো তা আমার জানা নেই। সুতরাং এটিই হলো ঐতিহাসিক কারণ।' তিনি আরও বলেন, 'বাকিটা আমার জানা নেই। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, সে বিষয়ে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত থাকতে পারেন। বাংলাদেশের মতো ভারতও একটি প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক দেশ এবং আপনিও আইনি ব্যবস্থাকে সম্মান করবেন বলে আশা করি। আর আইনি ব্যবস্থা তার কাজ করছে।'

বরিশালে পিকআপভ্যানে বিপুল

তিনজন ব্যক্তি দৌড়ে পালানোর চেষ্টাকালে অভিযানকারী দল তাদের পিছু ধাওয়া করে রাহুল হাওলাদারকে আটক করেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতের স্বীকারোক্তিমতে, পিকআপ ভ্যানের পেছনের তলায় বিশেষভাবে তৈরি করা গোপন চেম্বার থেকে ৩০টি পলিথিনের পোটলা থেকে তিন কেজি করে মোট ৯০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। অভিযানে পালিয়ে যাওয়া অন্য দুইজন হলো, নগরীর দুর্গাপুর এলাকার সিরাজ মিয়া (৩৭) এবং রসুলপুর এলাকার পলাশ হাওলাদার (৪২)। বরিশালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. তানভীর হোসেন খান জানান, এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে।

গৌরনদীতে ককটেল বিস্ফোরণ

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভুরঘাটা বাস টার্মিনালে কালকিনির ডাসার উপজেলার বনগ্রাম এলাকার এক বাসযাত্রীর সঙ্গে কাউন্টার মাস্টারের বাসভাড়া নিয়ে বাগ্‌?বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এর জেরে শুক্রবার সন্ধ্যায় মাদারীপুরের বনগ্রাম এলাকা থেকে কয়েকশ মানুষ ভুরঘাটা বাস টার্মিনালে আসেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, সংঘর্ষের সময় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের কারণে মহাসড়কের দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। ভুরঘাটা এলাকার বাসিন্দা ও গৌরনদী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাওছার তালুকদার বলেন, বনগ্রাম এলাকার কয়েকশ লোক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভুরঘাটা বাস টার্মিনালে হামলা চালায়। এ সময় অন্তত ১৫টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও মালামাল লুট করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। হামলায় স্থানীয় প্রায় ১৫ জন আহত হয়েছেন বলেও জানান কাওছার। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে বনগ্রামের বাসিন্দা মোফাজ্জেল সরদার বলেন, বৃহস্পতিবারের ঘটনার বিষয়ে জানতে কয়েকজন ভুরঘাটা বাস টার্মিনালের কাউন্টারে গেলে তাদের ওপর হামলা করা হয়। খবর পেয়ে বনগ্রামের লোকজন সেখানে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে তাদের পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ মিথ্যা বলেও দাবি করেন তিনি। গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিক হাসান রাসেল বলেন, ভুরগাটা ব্রিজের ঢালে সংঘর্ষের শুরু হয়। গৌরনদী ও কালিকিনি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। সংঘর্ষ এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সারাদেশে কঠোর নজরদারির মধ্যেও

সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করছে। এসব গ্রুপের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান ও দৃশ্যমান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগের মধ্যে এর আগে বরিশাল সদর উপজেলার সাপানিয়া গ্রামের একটি মাছের ঘের থেকে দুইজনকে ১৪টি বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছিল। ওই ঘটনার পরও নগরীতে অস্ত্র হাতে কিশোরদের বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে, গ্যাং সদস্যদের কাছে অস্ত্রের উৎস কোথায় এবং কারা তাদের এসব অস্ত্র সরবরাহ করছে।

নগরবাসীর দাবি, শুধু বিচ্ছিন্নভাবে সদস্যদের আটক না করে কিশোর গ্যাংয়ের মূলহোতা, অস্ত্রের উৎস, মাদক সরবরাহকারী এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের সংগঠিত করার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরও শনাক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে নিয়মিত অভিযান, গোয়েন্দা নজরদারি এবং অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

সম্প্রতি কিশোর গ্যাংয়ের একটি ভয়াবহ ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আর এখান থেকে নগরবাসির মধ্যে নানা উদ্বেগ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। এতে দেখা যায়- মোটরসাইকেলে চড়ে প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্রের মহড়া। এরপর নদীর তীরে গিয়ে একে অপরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই অস্ত্র। এমন একটি ভিডিও গত কয়েক দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় বরিশাল নগরীতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। উঠতি বয়সি কয়েক তরুণের অস্ত্র প্রদর্শনের ওই ভিডিও দেখে নগরবাসীর মধ্যে আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন তরুণ মোটরসাইকেলে করে চলাচল করছেন। তাদের কাছে বড় আকারের ধারালো অস্ত্র রয়েছে। পরে নদীর তীরে গিয়ে একজন আরেকজনের হাতে অস্ত্র তুলে দেন। এ সময় একজনকে অস্ত্রটি কোমরে রাখার চেষ্টা করতেও দেখা যায়। অস্ত্রটি বড় হওয়ায় তিনি সেটি ঠিকমতো কোমরে রাখতে পারেননি।

ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা কেন নেওয়া হচ্ছে না। অস্ত্র উদ্ধার ও জড়িত ব্যক্তিদের আটকের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে বরিশাল মহানগর পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার সুশান্ত সরকার বলেন, ভিডিওটি আমাদের নজরে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন সময়ে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। বর্তমানে কিশোর গ্যাংয়ের কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। কিশোর গ্যাংয়ের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে চেষ্টা চলছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, দেশজুড়ে কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ তদারকি এবং রাজনৈতিক বা স্থানীয় 'বড় ভাইদের' আশ্রয়-প্রশ্রয় বন্ধে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি এর সাথে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনির সখ্য থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও কঠোর নির্দেশনা রয়েছে।

আগৈলঝাড়ায় অসহায় পরিবারের জমি জোরপূর্বক দখল নেয়ার অভিযোগ

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার তালতা গ্রামের সোবাহান সরদারের ক্রয়কৃত সম্পত্তি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন ও চাষ করা কলাগাছ কেটে নেওয়া এবং পুকুরের মাছ ধরতে গেলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একেই এলাকার কয়েকজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় উপজেলার তালতা গ্রামের মোঃ সোবাহান সরদার (৫৫) আগৈলঝাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগে তিনি বলেন মোঃ সরোয়ার সরদার (৫০), মোঃ সেলিম সরদার (৪৫), মোঃ হাসান সরদার (২৫), মোঃ এনায়েত সরদার (২০), মোঃ মনির হোসেন তালুকদার (৫০)সহ অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জন কে অভিযুক্ত করেছেন। অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, সোবাহান সরদার প্রায় ছয় বছর আগে তালতা এলাকার একটি সম্পত্তি ক্রয় করে ধানের আবাদ ও ভোগদখল করে আসছেন। পরবর্তীতে জমি ভরাট করে টিন ও কাঠের ঘর নির্মাণ করে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। অভিযোগকারী দাবি করেন, অভিযুক্তরা ওই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে তাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে আসছেন। এ নিয়ে আদালতে মামলা হলে আদালতের রায়ে তিনি ওই সম্পত্তিতে বসবাসের অনুমতি পান বলেও অভিযোগে উল্লেখ করেন। এর আগে হুমকি-ধামকির ঘটনায় থানায় ও আগৈলঝাড়ায় অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে অভিযোগ করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। পরে উভয় পক্ষের কাগজপত্র দেখার পর তাকে সম্পত্তি ভোগদখলে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অভিযুক্তদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে। সোবাহান সরদারের অভিযোগ, পরবর্তীতে অভিযুক্তরা তার চাষ করা কলাগাছ থেকে ২০ ছড়ার বেশি কলা কেটে নিয়ে যায়। এবং তার রোপনকৃত কিছু চারা গাছ উপড়ে ফেলে এছাড়া গত ২৩ জুন ২০২৬ সকালে নিজের চাষ করা পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করার পর মাছ ধরার চেষ্টা করলে মোবাইল ফোনে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগকারী আশঙ্কা করছেন, অভিযুক্তরা তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের আরও ক্ষতি করতে পারেন। তাই বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আগৈলঝাড়া থানা পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বলে তিনি।জানান ও অসহায় ভুক্তভোগীর পরিবার বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন আইনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে রেকর্ড ১৩২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাগেরহাটের রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ১৩২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নতুন রেকর্ড গড়েছে। কেন্দ্রটির দুই ইউনিট মিলিয়ে এই প্রথম সর্বোচ্চ ১৩২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। উৎপাদিত এই বিদ্যুৎ সরাসরি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে। শনিবার সন্ধ্যায় রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা আনোয়ারুল আজিম এতথ্য জানান। আনোয়ারুল আজিম বলেন, শনিবার বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে প্রথম ইউনিট থেকে ৬৫৬ ও দ্বিতীয় ইউনিট থেকে ৬৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। এসব বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। সম্প্রতি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কেন্দ্রটির দ্বিতীয় ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটি ঠিক হওয়ার পরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ২০১০ সালে কেন্দ্রটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ও ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশনের (এনটিপিসি) মধ্যে চুক্তি সই হয়। চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল) গঠন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার রাজনগর ও গৌরম্ভা ইউনিয়নের সাপমারী-কৈগর্দ্দাশকাঠি মৌজায় ১ হাজার ৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়। দীর্ঘ নির্মাণপ্রক্রিয়া শেষে ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রটির ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রথম ইউনিট উৎপাদনে যায়। পরের বছর ২৪ অক্টোবর পরীক্ষামূলকভাবে দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদন শুরু হয়।

কাঁঠালিয়ায় নদীতে নিখোঁজ

ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

লালমোহনে শিবিরের উদ্যোগে সীরাত

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীর হাতে সীরাতবিষয়ক বই তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন রমাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মো. আকাশ হোসেন। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন একই প্রতিষ্ঠানের মো. মুমিন এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন কর্তারহাট আলিমিয়া দাখিল মাদরাসার মো. আদন হোসেন। চতুর্থ স্থান অর্জন করেন রায়চাঁদ উদয় চন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. সাজ্জাদুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভোলা জেলা শাখার সেক্রেটারি মো. আল-আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালমোহন উপজেলা ছাত্রশিবির (দক্ষিণ) শাখার সাবেক প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক কাজী সালমান হোছাইন (ইউনিভার্সিটি অব সাইবারজায়া, মালয়েশিয়া), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রমাগঞ্জ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মামুনুর রশিদ, সেক্রেটারি কাজী আহসান শরীফ, লালমোহন উপজেলা দক্ষিণ শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবদুর রশিদ ও সেক্রেটারি মো. আরিফ, রমাগঞ্জ ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ ছাত্রশিবিরের প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক ফজলে রাব্বি, বর্তমান সভাপতি মো. তুহিন মাহমুদসহ ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি মো. আল-আমিন বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে। বেশি বেশি সীরাত পাঠের পাশাপাশি বর্তমান শিক্ষা কারিকুলামে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাত অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। কাজী সালমান হোছাইন বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণীয়। এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীরাত পাঠের আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি জ্ঞানচর্চা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে ভূমিকা রাখবে। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সীরাত ও অন্যান্য জ্ঞানমূলক বই পড়ার আহ্বান জানান। আবদুর রশিদ বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা ও জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আদর্শিক বিকাশে ভবিষ্যতেও এ ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। ফজলে রাব্বি বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, আদর্শ ও চরিত্র সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি করতেই এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত সীরাত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকশিত করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা ও নৈতিক বিকাশে ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরাও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি জ্ঞানচর্চা, নৈতিক মূল্যবোধ ও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রতিযোগিতায় তোফালিয়া দাখিল মাদরাসা, রায়চাঁদ উদয় চন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তর রমাগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ রমাগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার ৫৫ বছরেও শ্রমিকদের

বরিশাল জেলা ও মহানগরী শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আতিকুর রহমান বলেন, শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। তাদের শ্রমের ওপর দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বড় একটি অংশ নির্ভরশীল। অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি, অধিকার ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা দায়িত্বশীলদের অন্যতম কর্তব্য। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যও বেড়েছে। এ অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোনো ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে শ্রমিকরা রাজপথে নামবেন। কৃষকদের সার সংকটের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, কৃষকরা মাঠে সার না পাওয়ার অভিযোগ করছেন। সার নিয়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি কিংবা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জনগণকে জিম্মি করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রসঙ্গে অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, বিভিন্ন অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। চাকরি হারানো অনেক শ্রমিক ন্যায্য পাওনা ও সার্ভিস বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বছরের পর বছর আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেও অনেকে প্রতিকার পাচ্ছেন না। শ্রমিকদের এসব সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও বরিশাল জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন সমাবেশে সভাপতিত্বে করেন। সমাবেশটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন, ফেডারেশনের বরিশাল মহানগর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ও বরিশালে জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ খান, বরিশাল মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ও বরিশাল জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান, ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বরিশাল প্রেসক্লাব সভাপতি অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম খসরু, ফেডারেশনের বরিশাল অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মশিউর রহমান ও বরিশাল জেলা উপদেষ্টা সাইয়েদ আহমেদ খান বাচ্চু প্রমুখ। এছাড়াও ফেডারেশনের বরিশাল জেলা ও মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বরিশাল মহানগরী ও জেলার বিভিন্ন উপজেলা, থানা ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

বিএনপি নেতার বাড়িতে হামলা করে

পরিবারের অভিযোগ, রাতের আঁধারে ১০ থেকে ১৫ জনের একটি ডাকাত দল বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। পরে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় তারা। এ সময় স্বপন হাওলাদারকে কুপিয়ে এবং তার ছেলে মেহেদী হাসানকে গুলি করা হয়। আহতদের প্রথমে মঠবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর অবস্থার অবনতি হলে তাদের বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্বপন হাওলাদার টিকিকাটা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বলে জানা গেছে। আহত মেহেদী হাসান জানান, গভীর রাতে দরজা ভেঙে কয়েকজন ডাকাত ঘরে ঢুকে তাদের মারধর শুরু করেন। তার বাবাকে কোপানো এবং মাকে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। তিনটি গুলি ছোড়া হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, দুটি গুলির অংশ পাওয়া গেছে এবং একটি গুলি তার হাতে রয়েছে। ঘটনার পর বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম হামিম। তিনি বলেন, তাদের বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। দ্রুত জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি। মঠবাড়িয়া থানার ওসি (তদন্ত) শেখ হেলাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি পূর্বশত্রুতার জেরে ঘটেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। একজন গুলিবিদ্ধ অন?্য একজন আহত হয়ে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বিকেলে মামলা করার কথা রয়েছে।

পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়ায় বদলে গেল

উপজেলা ও পৌর প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্থানীয় তরুণ সমাজ এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় এডিস মশার বিস্তার রোধ এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নিয়মিত মশক নিধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পৌরবাসী। স্থানীয়রা বলছেন, শুধু পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নয়, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও তরুণদের সম্পৃক্ততা এ উদ্যোগকে আরও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিজেদের আশপাশ পরিষ্কার রাখার বিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে। বাকেরগঞ্জ পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিচ্ছন্নতা অভিযান কোনো সাময়িক কর্মসূচি নয়। ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি নিজ নিজ বাসাবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পৌরবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অভ্রজ্যোতি বড়াল বলেন, 'এখন থেকে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলমান থাকবে। প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে হবে।' পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়ে পৌর বিএনপির সভাপতি নাসির জোমাদ্দার বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক দিন নিজের বাড়ি, স্কুল-কলেজ, প্রতিষ্ঠান ও আশপাশের এলাকা কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এরই অংশ হিসেবে পৌর বিএনপি ও পৌর প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে বাকেরগঞ্জকে একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর 'তিলোত্তমা পৌরসভা' হিসেবে গড়ে তুলতে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা জমি

বহাল থাকা একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ধরনের কার্যক্রম দলীয় শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক আচরণ ও দলের ভাবমূর্তির পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিষয়টিকে গুরুতর উল্লেখ করে কেন তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে এদিকে, কুয়াকাটা পৌর বিএনপির পক্ষ থেকে জারি করা একটি নোটিশে জমি বিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি বা বিচার কার্য পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে দলীয় কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, সাক্ষী ও প্রমাণাদিসহ উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হলে অনুপস্থিতিতেই অভিযোগের বিষয়ে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ওই নোটিশে উল্লেখ করা হয়। জেলা বিএনপির শোকজ নোটিশে এ ধরনের দলীয়ভাবে বিচার কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোটিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় দলের ভাবমূর্তির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে।

বলেশ্বর নদীতে ট্রলারে মিললো

আরও জানান, ট্রলারটিতে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি রয়েছে। ট্রলার থেকে এসব পণ্য খালাসের কার্যক্রম চলছে। উদ্ধার করা পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণসহ এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আর্থিক সংকটে শিক্ষার্থীদের পাশে

পরিচয় তার মানবিকতা ও মানসিকতায়। সহপাঠীর সাফল্যে আনন্দিত হওয়া এবং তার দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা থাকলে বুঝতে হবে, তার চিন্তাভাবনা ইতিবাচক ও সুন্দর। তিনি শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা তৈরির আহ্বান জানান। আর্থিক সংকটে থাকা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, লেখাপড়ার খরচ বহন কিংবা পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী পারিবারিকভাবে সমস্যায় পড়লে তাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন, সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তিনি। কলেজে শিক্ষার পরিবেশ আরও কার্যকর ও অনুকূল রাখার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাজীব আহসান বলেন, শিক্ষার সাথে কোনো ধরনের আপস করা যাবে না। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের বর্তমান সময়ের প্রস্তুতির ওপর। তাই লক্ষ্য ঠিক করে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল, কলমসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দিয়ে স্বাগত জানান জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল উলানিয়া মোজাফফর খান ডিগ্রি কলেজ শাখার নেতাকর্মীরা। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারী ও উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন। এ সময় কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোলা পৌরসভায় ৪১ লাখ

ছোট-বড় মশা। মনে হচ্ছে, মশার চাষ করছেন পৌর কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন এলাকার রাস্তার পাশেও একই অবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘদিনের ময়লা ও বর্জ্য। বিভিন্ন স্থানে জমে আছে বৃষ্টির পানি। পরিষ্কার করার মতো কেউ নেই। ডেঙ্গুর হাত থেকে রক্ষায় সারাদিন কয়েল জ্বালিয়ে রাখেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। বিকেল হলেই মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়, ফলে একসঙ্গে কয়েকটি কয়েল জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখা গেছে এলাকাবাসীকে। পৌরসভার দায়িত্ব পালনে এসব অবহেলার অভিযোগ তুলে নানা ক্ষোভ প্রকাশ করেন পৌরবাসীরা। এদিকে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মশা নিধনের জন্য ভোলা পৌরসভা বাজেট করেন ৪৫ লাখ টাকা। আর কাগজে কলমে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মশা নিধনের কাজে খরচ দেখানো হয় ৪১ লাখ ২২ হাজার ৯০০ টাকা। বর্তমান ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মশা নিধনের জন্য ১৮ লাখ টাকা বাজেট করা হয়। তবে অনুসন্ধানে ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মশা নিধনের কার্যক্রম জোরালোভাবে দেখা যায়নি। অভিযোগ রয়েছে, প্রায় ৬/৭ মাস পূর্বে পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে ১ বার ফগার মেশিন দিয়ে ধোঁয়া ও ওষুধ ছিটানো হয়েছে। এরপর আর দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। রিজার্ভ পুকুর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা কুলসুম বেগম ও হালিমা আক্তার জানান, বাড়িতে মশার উৎপাত বেড়ে গেছে। মশার জ্বালায় বসে থাকা যায় না। মশার কয়েল জ্বালিয়ে থাকি। মশারি টানালেও মশারির মধ্যে ঢোকে, ছোট বাচ্চাদের কামড় দেয়। এতে হাত-পা ফুলে যায়। তারা আরও জানান, সারাদিন ঘরের মধ্যে মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখি। সন্ধ্যার আগে থেকে মশার সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন ২/৩টি কয়েল জ্বালিয়ে রাখি। মশার কয়েলের ধোঁয়া আমাদের ও শিশুদের শরীরের জন্য ক্ষতি জানলেও কিছু করার নেই। পৌরসভা থেকে অনেক মাস ধরে ধোঁয়া ও ওষুধ ছিটানা হচ্ছে না। উকিল পাড়া এলাকার বাসিন্দা ও ভোলা জেলা সুজনের সভাপতি মোবাশ্বের উল্লাহ চৌধুরী জানান, পৌরসভা থেকে ছয়-সাতমাস আগে তার এলাকায় ওষুধ ছিটিয়েছেন। তারপর এত মাস পার হয়ে গেলেও কোনো খবর নেই। তিনি ফ্রি সময় বাড়িতে বই পড়েন। মশার কয়েল জ্বালিয়ে, ফ্যান চালিয়েও মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পান না। ঘরে বসে খাওয়া-দাওয়ার সময়ও মশার কামড়ে স্বস্তি পাওয়া যায় না। রিজার্ভ পুকুর পাড় সংলগ্ন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও সচেতন নাগরিক মো. রাহিম ইসলাম জানান, বর্তমানে ডেঙ্গু ও মশা সারাদেশের মতো ভোলায়ও বাড়ছে। প্রতিদিনই মশার কামড়ে মানুষের জ্বর উঠছে। কারো কারো ডেঙ্গু জ্বরও হয়েছে। কয়েকদিন আগে তার বন্ধুর এক ভাই মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়ে ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসা করেও বাঁচেনি। সে মারা গেছে। অথচ ভোলা পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কোনো কার্যক্রমই নেই। তিনি আরও জানান, মশা নিধনের জন্য প্রতিবছরই ভোলা পৌরসভার বাজেট থাকে। গত ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে প্রায় ৪৫ লাখ টাকা বাজেট হয়। অথচ তেমন কার্যক্রম আমাদের চোখে পরেনি। মশার জন্য ধোঁয়া, ওষুধ ছিটানোর, ড্রেন পরিষ্কার, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ বা মাইকিং করতেও দেখিনি। প্রায় ৭/৮ মাস আগে নামমাত্র ধোঁয়া ও ওষুধ ছিটানো হয়েছে, তা তেমন কোনো কাজে আসেনি। তাহলে গত অর্থবছরের এত টাকা কীসে ব্যয় করা হলো ভোলা পৌরবাসী তা জানতে চায়। বর্তমানে বর্ষার পরবর্তী সময়ে পৌরসভার কাজ করার কথা, কিন্তু তাদের কোনো উদ্যোগ নেই। আমরা ভোলা পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব সহকারে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করছি। ভোলা পৌরসভার প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. বেলাল হোসেন অর্থ আত্মসাৎ ও অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি এ বছর এপ্রিল থেকে ভোলা পৌর প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন। যার কারণে অনেক কিছুই তার জানা নেই। গত অর্থবছরের যে ওষুধ কেনা হয়েছে তা এখনও রয়েছে তার জানামতে। ওষুধ যথা নিয়মে কেনা হয়েছে । তবে এ বছর অতি বৃষ্টির কারণে তাদের মশা নিধন ও ড্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ব্যাহত হয়েছে। এতে অনেক এলাকায় সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মশা নিধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান বাড়ানো হবে বলে দাবি করেন তিনি।

ছয় লাখ মানুষের জন্য নেই একটি

মানুষ চিকিৎসার জন্য চরফ্যাশনের ওপরই নির্ভরশীল। বাস্তবে এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়েও অনেক বেশি। স্থানীয় ও চিকিৎসাসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হৃদ্?রোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা, তীব্র শ্বাসকষ্ট কিংবা প্রসূতি জটিলতার মতো সংকটাপন্ন অবস্থায় রোগীকে বাঁচাতে আইসিইউ অপরিহার্য। কিন্তু চরফ্যাশনে সেই সুবিধা না থাকায় রেফার করা ছাড়া চিকিৎসকদের আর কোনো উপায় থাকে না। চরফ্যাশনের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে অ্যাম্বুলেন্স বা নৌপথে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় পথেই অনেক রোগীর মৃত্যু ঘটে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে নবজাতক ও শিশুরা। মারাত্মক সংক্রমণ, খিঁচুনি কিংবা জটিলতায় পড়া শিশুদের জন্য এনআইসিইউ বা পৃথক আইসিইউ না থাকায় কোলে অসুস্থ শিশু নিয়ে মা-বাবাকে পাড়ি দিতে হচ্ছে দীর্ঘ নদী ও সড়কপথ। উপকূলীয় এই নদীবেষ্টিত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষায় চরফ্যাশনে জরুরি ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের জন্য পৃথক আধুনিক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) স্থাপনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ছয়টিরও বেশি দেশ

ইসহাক বলেন, এই জোট হলো রক্ষণাত্মক এবং কারও ওপর কোনো আগ্রাসন চালানোর ইচ্ছা নেই জোট সদস্যদের। গত ৭ আগস্ট সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় পাকিস্তান, সৌদি ও তুরস্ক এ জোট গঠন করে। মক্কায় জোটের চুক্তি হওয়ায় এটি মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তবে কোন কোন দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে সেটি উল্লেখ করেননি পাকিস্তানের মন্ত্রী। মক্কা জোটটি অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর মতো। মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বলা আছে, সদস্য দেশগুলোর কারও ওপর কোনো সশস্ত্র হামলা হলে সেটি সবার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। ইসহাক দার আরও জানান, মক্কা চুক্তির প্রথম বৈঠকটি হয় গত ৩১ আগস্ট। এটির সদরদপ্তর হবে সৌদি আরবে। অপরদিকে জোটটির প্রথম মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে লেফটেনেন্ট জেনারেল (অবঃ) নওমান মাহমুদকে। সেনাবাহিনীর এ সাবেক কর্মকর্তাকে 'অত্যন্ত ভালো ও ধার্মিক কর্মকর্তা' হিসেবে অভিহিত করেন দার। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের আরও বলেছেন, সৌদি আরবে সাম্প্রতিক যেসব হামলা হয়েছে (হুথিদের দ্বারা) সেটির প্রেক্ষিতে আগামী সপ্তাহে জোটের একটি জরুরি বৈঠক হবে। এতে সৌদির সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। তিনি বলেন, "আমরা সৌদিকে রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" জাতিসংঘের সনদেও এমন প্রতিরক্ষা জোটকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

হঠাৎ 'অস্বাভাবিক' গোপন বৈঠক

(২ অক্টোবর) তাদের বৈঠকটি হয়েছে। এতে ইরান যুদ্ধ ও ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এক্সিওস। এক্সিওস জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা বৈঠক করলেও এটির কোনো ঘোষণা দেয়নি ট্রাম্প সরকার। সর্বশেষ ২০২৫ সালের জুনে এমন একটি বৈঠক হয়েছিল। এর কয়েকদিন পরই দখলদার ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছিল। এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তারসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেটে হেগসেথ, হোয়াইট হাউজের দূত স্টিভ উইটকোফ, সিআইএ-এর পরিচালক জন রেটক্লিফ এবং সেনাপ্রধান জেনারেল ডেন কেইন। এক কর্মকর্তা বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে ওই বৈঠকে 'কিছু একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে অথবা এ নিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের দপ্তর হোয়াইট হাউজ বৈঠকটি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। এদিকে ইরানের সঙ্গে আলোচনা থমকে থাকায় দেশটির বিরুদ্ধে আবারও বড় ধরনের হামলা শুরুর পরিকল্পনা করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, "এখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে : হয় ইরান চুক্তি স্বাক্ষর করবে নয়তবা তাদের কোনো অস্তিত্ব আর থাকবে না।" একই সময় ট্রাম্পকে হুথিদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য চাপ দিচ্ছে সৌদি আরব। যদিও তিনি এখন পর্যন্ত এ চাপে নতি স্বীকার করেননি। তবে যে কোনো সময় তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হতে পারে। ট্রাম্পের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা শুক্রবার যখন ক্যাম্প ডেভিডে গোপন বৈঠক করছিলেন ওই সময় এক সাংবাদিক তাকে ইরান নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন করেন। জবাবে তিনি বলেন, "যদি আমি আপনাকে এ ব্যাপারে বলি তাহলে এটি বিশাল বিষয় হবে। কিন্তু আপনারা দেখবেন, ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে বেশ ভালো কাজ চলছে। কিন্তু ইরান ভালো করছে না।"

মহানগর ও জেলা দক্ষিণ মুক্তিযুদ্ধের

মোঃ শহিদুল ইসলাম মোল্লাকে সহ-দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ অনুষ্ঠিত পৃথক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব পদায়ন ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর সংগঠনের বরিশাল মহানগর ও জেলা দক্ষিণের পক্ষ থেকে পৃথক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে সাংগঠনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানানো হয়েছে। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত মোঃ সাহাবুদ্দিন সরদার অনিক, সৈয়দ তানভীর হোসেন, মোঃ নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া ও মোঃ শহিদুল ইসলাম মোল্লা সংগঠনের কার্যক্রমে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তারা অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করতে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাজাপুরে ৪ দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ

নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এ ধরনের বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাজাপুরের শিক্ষার্থীসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মেলায় এসে বই কিনবেন এবং বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন–এটাই প্রত্যাশা। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. খলিলুর রহমান, সংগঠক ও সাংবাদিক মো. নেয়ামুল আহসান হিরন তালুকদার এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ বইমেলার ইউনিট ইনচার্জ মো. জান্নাতুল নাঈম। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের অংশ হিসেবে রাজাপুরে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় বিভিন্ন ধরনের বইয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আয়োজনও থাকবে। মেলা আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য মেলার স্টল খোলা থাকবে। স্থানীয় পর্যায়ে মেলা আয়োজনে সহযোগিতা করছে রাজাপুর উপজেলা প্রশাসন।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদঃ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অন্যতম রক্ষাকবচ

এস এম সাব্বির নেওয়াজ সাগর

মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ"- এই দর্শন রাজনৈতিক দল হিসেবে কেবল মাত্র বিএনপি'র রাজনৈতিক দর্শন নয়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অন্যতম রক্ষাকবচ। দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠির সমন্বয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ-এই দর্শনের বিকল্প নেই। সে কারনে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রেখে জাতীয় ঐক্য ও ভৌগলিক অখন্ডতা বজায় রাখতে ভিন্ন মতাদর্শের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সমূহও "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" এর দর্শনকে ধারন করে। অপরদিকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ প্রবর্তিত তথাকথিত "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ" এর ধারনা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বারবার। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে শুরু করে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চাকমা, হাজঙ, রাখাইন, গাড়ো, ?মগ সহ বিভিন্ন প্রায় ৩০/৩৫টি ছোট-বড় নৃ-গোষ্ঠিগুলো নিজেদেরকে জাতীয় পরিচয়ে "বাঙ্গালী" মানতে নারাজ। বাঙ্গালী একটি বৃহত্তর নৃগোষ্ঠীর পরিচয়। পক্ষান্তরে তুলনা মূলক ভাবে ঐ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের স্বকীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় ও নিজস্ব জীবন ধারা বিদ্যমান। তারা তাদের নৃগোষ্ঠীগত নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় বিসর্জন দিয়ে বাঙ্গালী নৃগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত হতে নারাজ। জাতীয় পরিচয়ে তারা "বাংলাদেশী" পরিচয় ধারন করতে আপত্তি নেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ উত্তর স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই জাতীয় পরিচয়ে "বাঙ্গালী" নৃগোষ্ঠীর পরিচয় তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়াটা তাঁরা কখনই সহজভাবে মেনে নিতে পারে নাই। ফলশ্রুতিতে সময়ের বিবর্তনে আজ পাহাড়ি অঞ্চলের কতিপয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় একটি দেশের জাতীয়তাবাদের সজ্ঞায় ঐ দেশের ভৌগলিক পরিচিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ দেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী বর্তমান থাকা সত্বেও সকল নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে তাদের ভৌগলিক পরিচয়কে সন্নিবেশিত করে জাতীয় পরিচয়কে তুলে ধরা হয়। যেমন- ভারতীয়, পাকিস্তানি, নেপালী, শ্রীলঙ্কান, আমেরিকান, কানাডিয়ান, জার্মান, অস্ট্রেলিয়ান, মিশরীয়, জর্দানী, সৌদি, তুর্কি ইত্যাদি। সেই একই কারণে জাতীয় পরিচয়ে আমরা সবাই "বাংলাদেশী"।

আওয়ামীলীগ সহ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল সমূহ দলীয় কিংবা গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র স্বার্থে জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধতা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় দৃঢ?তার সাথে অতন্দ্র প্রহরায় সদা জাগ্রত না থেকে আধিপত্যবাদী অপশক্তির ক্রীড়ানক ও ক্রীতদাসের ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে আধিপত্যবাদী অপশক্তির স্বার্থ রক্ষায় জাতিগত ঐক্যবদ্ধতা বিনষ্টের অপচেষ্টার কারনে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বারবার।

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল পরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সংঘটিত জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদী অপশক্তির দালাল-দোসর-ক্রীতদাস একদলীয় বাকশালী আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের মাধ্যমে পুনরায় সময় এসেছে আবার "গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ" বিনির্মাণের। তাই বলে থেমে যায়নি আধিপত্যবাদী অপশক্তির দালাল-দোসর-ক্রীতদাস বাকশালী ফ্যাসিস্টদের নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা।

স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অন্যতম রক্ষাকবচ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অতন্দ্র প্রহরী প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে দেশ বিরোধী অপশক্তি আধিপত্যবাদ ও ফ্যাসিবাদী দালাল-দোসর-ক্রীতদাস'দের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির যে কোন অপতৎপরতা দমনে সদা জাগ্রত থাকা।

সবাই মিলে করবো কাজ, গড়বো দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ।

বিএনপিতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্কৃতি পুরোনোঃ আলাল

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, দলের অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্কৃতি নতুন নয়, এটি অনেক পুরোনো। অতীতেও দলের নেতাকর্মী ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শনিবার (৩ অক্টোবর) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের উদ্যোগে বাংলাদেশ ন্যাপের চেয়ারম্যান শাওন সাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নতুন করে পাওয়ার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান দলের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতাকর্মীদের বারবার সতর্ক করেছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠক, জাতীয় সংসদে দলীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বলা হয়েছে, গণমাধ্যম এখন স্বাধীন। সংবাদমাধ্যম যা খুশি লিখতে পারে এবং সমালোচকরা যা খুশি বলতে পারেন। তাই নেতাকর্মীদের আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, এই সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারলে বিএনপিতে থাকা যাবে না এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। এরপরও কেউ উদ্ধত আচরণ করে মানুষের মনে কষ্ট দিলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আলাল বলেন, একজন সংসদ সদস্য, যিনি বিএনপির একজন নেত্রী হিসেবে জীবনে অনেক ত্যাগ করেছেন, তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পদত্যাগের নির্দেশনা দিয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং অপরাধীর খাতায় তার নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। বিএনপির অতীতের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ১৯৮১ সালের ৩০ মের আগে ঢাকায় জাতীয়তাবাদী যুবদলের একটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় দলের ভেতরের দুর্নীতিবাজ ও আগাছাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তবে, সেই কাজ করার আগেই ওনাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। আলাল আরও বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছিলেন আমি ধান লাগিয়েছি। ধানের গোড়া যখন নরম ছিল তখন কিছু আগাছা জন্ম নিয়েছে। ধানের গোড়া এখন শক্ত, আমি সেই আগাছা পরিষ্কার করতে চাই।

রাজাপুরে ৬শ মিটার সড়কের বেহাল দশা, সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ৬০০ মিটার সড়ক দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কটির বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত ও ভাঙন তৈরি হওয়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন স্থানীয়রা। সামান্য বৃষ্টি হলেই সড়কজুড়ে পানি জমে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা। এতে এলাকায় সৃষ্টি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। উপজেলার বাগড়ি ভূমি অফিসের পশ্চিম পাশে ছোটন সিকদারের বাড়ি থেকে নূরানী মাদ্রাসা পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মিটার সড়কটিতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সড়কজুড়ে ছোট-বড় অসংখ্য খানাখন্দ। বর্ষা মৌসুমের জমে থাকা পানিতে অনেক গর্ত ঢাকা পড়েছে। ফলে চলাচলের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটি মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এতে দিন দিন এর অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা। জলাবদ্ধতার কারণে জমে থাকা পানিতে সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ আরও দ্রুত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও করছেন তারা। স্থানীয় বাসিন্দা খোকন সিকদার বলেন, 'সড়কটির অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ। সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। তখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে।' একই এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব সিকদার বলেন, শুধু যাতায়াতের সমস্যা নয়, জমে থাকা নোংরা পানির কারণে এলাকার পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে কোমলমতি শিশুদের মাদ্রাসায় আসা-যাওয়ায় বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। দ্রুত এই ভোগান্তি থেকে মুক্তি চান তারা। স্থানীয়রা সড়কটি দ্রুত সংস্কারের পাশাপাশি টেকসই পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ০৪ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ১৯ আশ্বিন ১৪৩৩

হঠাৎ ‘অস্বাভাবিক’ গোপন বৈঠক ট্রাম্পের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের

কীর্তনখোলা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী কয়েকজন সদস্য, গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ও সেনাবাহিনীর প্রধান হঠাৎ করে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্টের অবকাশযাপনের প্রাসাদ ক্যাম্প ডেভিডে শুক্রবার ৩ এর পাতায় দেখুন

ছয়টিরও বেশি দেশ মক্কা জোটে যোগ দিতে চায়

কীর্তনখোলা ডেস্ক

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, বিশ্বের ছয়টিরও বেশি দেশ মক্কা প্রতিরক্ষা জোটে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শুক্রবার (২ অক্টোবর) রাজধানী ইসলামাবাদে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছে ৩ এর পাতায় দেখুন

বলেশ্বর নদে ট্রলারে মিললো বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি-পাঞ্জাবি

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীতে মাছ ধরার একটি ট্রলারে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড ও পুলিশ। এ সময় চোরাচালানে ব্যবহৃত ট্রলারটি আটক করা হয়। তবে ট্রলারে থাকা মাঝিসহ ৪-৫ জন পালিয়ে যান। শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে কোস্ট গার্ড ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পিরোজপুর সদর উপজেলার কুমিরমারা এলাকা থেকে ট্রলারটি আটক করা হয়। পিরোজপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, রাত ৩টার দিকে পাথরঘাটা এলাকা থেকে সন্দেহজনক একটি মাছ ধরার ট্রলারকে ধাওয়া করা হয়। পরে পিরোজপুর সদর থানার পুলিশের সহযোগিতায় সদর উপজেলার কুমিরমারা এলাকায় ট্রলারটি আটক করা সম্ভব হয়। তবে ট্রলারে থাকা ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়। ওসি ৩ এর পাতায় দেখুন

ছয় লাখ মানুষের জন্য নেই একটি আইসিইউ, নদী পেরিয়ে চিকিৎসা

চরফ্যাশন প্রতিনিধি

ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা উপজেলার প্রায় ছয় লাখের বেশি মানুষের জন্য নেই কোনো পূর্ণাঙ্গ নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ)। সংকটাপন্ন রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় গুরুতর অসুস্থ রোগী ও তাঁদের স্বজনদের প্রতিনিয়ত ছুটতে হচ্ছে দূরবর্তী জেলা বা বিভাগীয় হাসপাতালে। বিশেষ করে রাতের বেলা বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়াই জীবন-মৃত্যুর প্রধান ব্যবধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, চরফ্যাশন ও মনপুরা উপজেলা মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ৬ লাখ ৮ হাজার ৫৬২ জন। এ ছাড়া চর কুকরি-মুকরি, মুজিবনগরসহ আশপাশের বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল ও দ্বীপের বিপুলসংখ্যক ৩ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক সংকটে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার আশ্বাস নৌ প্রতিমন্ত্রীর

মেহেন্দিগঞ্জ প্রতিনিধি

শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নৌ প্রতিমন্ত্রী রাজীব আহসান। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে ডাক্তার, প্রকৌশলী, পাইলট, উদ্যোক্তা কিংবা রাজনীতিবিদ, নিজের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শনিবার (৩ অক্টোবর) বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া মোজাফফর খান ডিগ্রি কলেজের ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে রাজীব আহসান বলেন, শুধু ভালো ফলাফল নয়, একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত ৩ এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু আতঙ্কে পৌরবাসী
ভোলা পৌরসভায় ৪১ লাখ টাকা অনিয়মের অভিযোগ

ভোলা প্রতিনিধি

সারাদেশের মতো ভোলা পৌর এলাকায় দিন দিন বাড়ছে ডেঙ্গু মশার উপদ্রব। মশার কামড়ে জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। অথচ মশা প্রতিরোধে পৌরসভার মূল কাজ মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা, শহরকে পরিষ্কার রাখা ও মানুষকে সচেতন করা। কিন্তু এর কোনো কার্যক্রমই ভোলা পৌরসভা থেকে নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পৌরবাসীর। তাদের দাবি, প্রায় ৬/৭ মাস আগে ফগার মেশিন দিয়ে ধোঁয়া ও ওষুধ ছিটানো হয়েছে এক-দুইবার। এরপর এখন পর্যন্ত আ রকোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ভোলা পৌরসভার আবহাওয়া অফিস রোড, পৌর ভূমি অফিস রোড, ওয়ার্ডের ভদ্রপাড়া, গাজীপুর রোড, উকিল পাড়া, নূর মসজিদ রোড মুসলমান পাড়া, রিজার্ভ পুকুর পাড়সহ বিভিন্ন এলাকার ড্রেনে জমে আছে ডেঙ্গুর লার্ভা। তার চারদিকে বসে আছে অসংখ্য ৩ এর পাতায় দেখুন

পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়ায় বদলে গেল বাকেরগঞ্জ পৌর শহরের চেহারা

বাকেরগঞ্জ প্রতিনিধি

নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযানের ফলে বদলে যেতে শুরু করেছে বরিশালের বাকেরগঞ্জ পৌর এলাকার পরিবেশ। পৌর প্রশাসন ও পৌর বিএনপির যৌথ উদ্যোগে কয়েক দিন ধরে চলা এ কার্যক্রমে শহরের বিভিন্ন সড়ক, অলিগলি ও আশপাশের এলাকার চেহারায় এসেছে দৃশ্যমান পরিবর্তন। পৌরসভাকে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতার বাড়িতে হামলা করে লুট: বাবা জখম, ছেলে গুলিবিদ্ধ

মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় একটি বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। এ সময় শহিদুল ইসলাম স্বপন হাওলাদার (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে গুরুতর জখম এবং তার ছেলে মেহেদী হাসানকে (২০) গুলি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া স্বপন হাওলাদারের স্ত্রীকেও মারধর করা হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। শুক্রবার (২ অক্টোবর) রাত আনুমানিক দুইটার দিকে উপজেলার টিকিকাটা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব ভেচকি গ্রামের হাওলাদার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ৩ এর পাতায় দেখুন

আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা জমি নিয়ে নোটিশ বিএনপি নেতাকে শোকজ

কুয়াকাটা প্রতিনিধি

আদালতে বিচারাধীন এবং নিষেধাজ্ঞা থাকা জমিসংক্রান্ত বিরোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে দলীয় কার্যালয়ে হাজির হওয়ার নোটিশ দেওয়ায় কুয়াকাটা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মতিউর রহমান হাওলাদারকে কারণ দর্শাতে বলেছে পটুয়াখালী জেলা বিএনপি। শনিবার (৩ অক্টোবর) পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্টি ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. মজিবুর রহমান টোটনের স্বাক্ষরিত নোটিশে তাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে। জেলা বিএনপির নোটিশে বলা হয়েছে, বিচারাধীন ও আদালতের নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকা জমিসংক্রান্ত বিষয়ে কুয়াকাটা পৌর বিএনপির কার্যালয়ে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া এবং হাজির না হলে একতরফাভাবে বিচার করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তাদের নজরে এসেছে। এ-সংক্রান্ত একটি নোটিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রচারিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। নোটিশে আরও বলা হয়, বিচারাধীন ও আদালতের নিষেধাজ্ঞা ৩ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতার ৫৫ বছরেও শ্রমিকদের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি

আতিকুর রহমান

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা উপেক্ষা করে কোনো ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হবে না। শ্রমিকদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি তাদের কল্যাণে দায়িত্বশীলদের আরও সক্রিয় ও সংগঠিতভাবে কাজ করতে হবে। শনিবার (৩ অক্টোবর) বরিশাল নগরীর টাউন হলে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ৩ এর পাতায় দেখুন

কাঁঠালিয়ায় নদীতে নিখোঁজ কিশোরের লাশ উদ্ধার

কাঁঠালিয়া প্রতিনিধি

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার আমুয়া উত্তর পাড় এলাকায় হলতা নদী থেকে নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টা পর মো. জিহাদ (১৩) নামের এক কিশোরের ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আমুয়া ব্রিজের নিচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত জিহাদ উপজেলার আমুয়া গ্রামের মো. সোহেল ব্যাপারীর ছোট ছেলে। স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার দুপুরে হলতা নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয় জিহাদ। স্বজনেরা সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। শনিবার বিকেলে আমুয়া ব্রিজের নিচে হলতা নদীতে লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ ও পরিবারকে খবর দেন। পরে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিহাদের লাশ শনাক্ত করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু নাছের রায়হান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর লাশ ৩ এর পাতায় দেখুন

লালমোহনে শিবিরের উদ্যোগে সীরাত পাঠ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

লালমোহন প্রতিনিধি

ভোলার লালমোহন উপজেলার রমাগঞ্জ ইউনিয়নে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আয়োজিত সীরাত পাঠ প্রতিযোগিতা-২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। রমাগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথম ধাপে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৃথক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়। পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বোচ্চ ফল অর্জনকারী পাঁচজনকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট ও সীরাতবিষয়ক বই দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৩ এর পাতায় দেখুন

মহানগর ও জেলা দক্ষিণ মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের দপ্তর সম্পাদক অনিক ও নজরুল

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম বরিশাল মহানগর ও জেলা দক্ষিণের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক পদায়ন ও নতুন দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সংগঠনের বরিশাল মহানগর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোঃ সাহাবুদ্দিন সরদার অনিককে যুগ্ম আহ্বায়ক পদে পদায়ন করার পাশাপাশি বরিশাল মহানগর দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও মহানগরে সহ-দপ্তর সম্পাদক হিসেবে সৈয়দ তানভীর হোসেনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, বরিশাল জেলা দক্ষিণ আহ্বায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোঃ নজরুল ইসলাম ভূঁইয়াকে জেলা দক্ষিণের দপ্তর সম্পাদক এবং ৩ এর পাতায় দেখুন

রাজাপুরে ৪ দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আয়োজনে ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় চার দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু হয়েছে। শনিবার (৩ অক্টোবর) রাজাপুর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এ বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শামীম রেজা সজীব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বই মানুষের জ্ঞান ও মনন বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। ৩ এর পাতায় দেখুন

আগৈলঝাড়ায় দেশীয় মদসহ আটক এক

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক লিটার দেশী মদসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে আগৈলঝাড়া থানা পুলিশ। পরে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। আটক মাদক ব্যবসায়ী সজীব বৈদ্য (২৩)

বাকাল ইউনিয়নের তেতলা গ্রামের সুনীল বৈদ্যর ছেলে। আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান জানান, শনিবার ভোর রাত ৪টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের তেতলা গ্রামের সজীব বৈদ্যর নিজ বাড়ি থেকে এক লিটার দেশী মদসহ আটক করা হয়। পরে পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে আগৈলঝাড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। শনিবার সকালে গ্রেপ্তারকৃত সজীব বৈদ্যকে বরিশাল আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com